সংস্কৃতি

এবারের জাতীয় নাট্য-উৎসব নান্দীকারময়

মাধবী নাটকে মঞ্চে আসছেন ৮৯-এর যুবক

হ্যাঁ, ৮৯-এর যুবক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত আবার মঞ্চে আসছেন ‘মাধবী’ নাটকে, যা পরিচালনা করে গেছেন প্রয়াত স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। শুক্রবার শুরু হচ্ছে নান্দীকারের ৪১তম জাতীয় নাট্য-উৎসব।

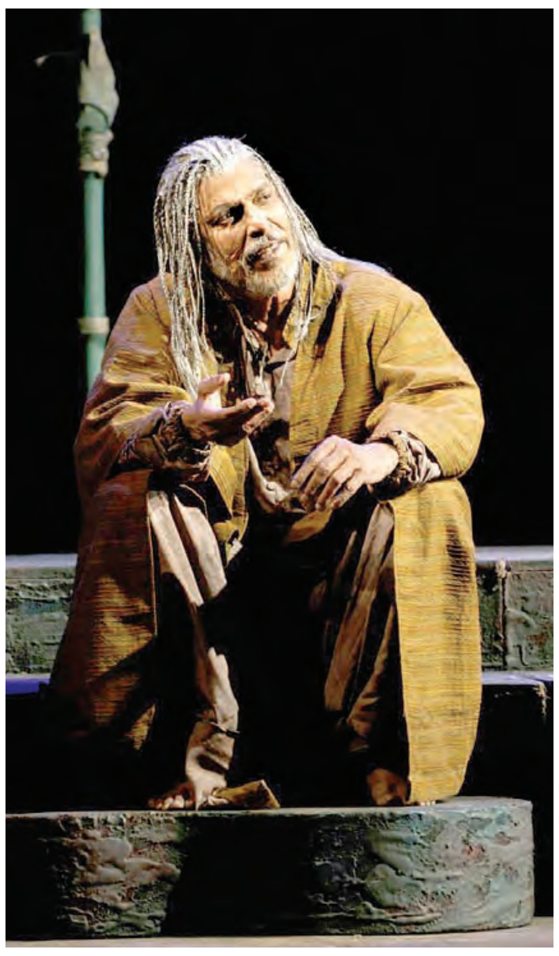

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সাড়ে তিন বছর আগে চলে গেছেন অভিনেত্রী, নাট্যপরিচালক স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। ‘নান্দীকার’-এর বহু কিছুতে ছিল তাঁর ভাবনা, পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ। আজও তা বহমান। তাঁর পরিচালনায় ‘নান্দীকার’ মঞ্চে এনেছিল ‘মাধবী’। এই নাটকে স্বাতীলেখা-কন্যা সোহিনী এবং দেবশঙ্কর হালদারের অভিনয় অনবদ্য। কিন্তু সব ছাপিয়ে এ নাটকে মনোযোগ কেড়ে নিতেন যে অভিনেতা, তিনি নান্দীকার-এর প্রাণপুরুষ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ‘কেড়ে নিতেন’-এই শব্দ দুটো ভুল। এবারও নান্দীকারের ৪১তম জাতীয় নাট্য-উৎসবে ‘মাধবী’ আসছে এবং স্বমহিমায় মঞ্চে আসবেন ৮৯ বছরের যুবক রুদ্রপ্রসাদ। এক মাস পরে জানুয়ারিতে তিনি ৯০ বছরে পা দেবেন। এত বছর অভিনয় এবং পরিচালনার পরেও, রুদ্রপ্রসাদ বলেন, আজও মঞ্চে নামার আগে টেনশন হয়। এই টেনশনটা একজন অভিনেতার আজীবন সঙ্গী।

স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত।

স্ত্রী স্বাতীলেখার পরিচালনাকে আজও সজীব রাখার জন্যে রুদ্রপ্রসাদ সম্ভবত মনের মধ্যে একটু বেশি জোর পান। আর, সোহিনী তো মায়ের কাজের মুগ্ধ ভক্ত। এবং ‘মাধবী’ হয়ে তিনি বরাবর মুগ্ধ করেন দর্শকদের। আগামী ২১ ডিসেম্বর সন্ধেয় আবার তিনি ‘মাধবী’ হয়ে আসছেন অ্যাকাডেমি মঞ্চে। সঙ্গে দেবশঙ্কর তো থাকছেনই। সর্বোপরি, ৮৯ বছরের দাপুটে অভিনেতা রুদ্রপ্রসাদ আসছেন দর্শকদের সামনে।

এ বছর নান্দীকারের জাতীয় নাট্য-উৎসবের ৪১ বছর। একটা প্রজন্মকে সারা দেশের সেরা থিয়েটার দেখায় অভ্যস্তই করেছে নান্দীকার, তাদের এই জাতীয় নাট্য-উৎসবে।

তবে, এ বছরের জাতীয় নাট্য-উৎসব প্রায় পুরোটাই নান্দীকার-ময়। ২০ ডিসেম্বর উৎসবের সূচনাসন্ধ্যায় থাকছে, অঞ্জন দত্তের ‘আরও একটা লিয়ার’। কিন্তু ছদিনের নাট্য- উৎসবে অঞ্জন দত্তের প্রযোজনা ছাড়া বাকি সবটাই প্রায় নান্দীকার-এর নাটক। শুধু একদিন একটা শো-এ থাকছে অসমের ‘সিগ্যাল’-এর প্রযোজনা। বাকি সব শো নান্দীকারের।

নিজেরা প্রতি বছর উৎসবের আয়োজন করেন, কিন্তু নান্দীকার-এর এতগুলো প্রযোজনা একসঙ্গে, এই প্রথম। ফলে, উৎসবের প্রস্তুতিতে এখন নান্দীকারের মহলাকক্ষ নিজেদের প্রযোজনার রিহার্সালে সরগরম। এর মধ্যে আছে ‘মানুষ’, ‘এক থেকে বারো’, ‘পাঞ্চজন্য’, ‘যত্নে রেখো’, ‘রানি কাদম্বিনী’ এবং ‘নবান্ন’। ছোটদের দিকে তাকিয়ে ২৫ তারিখ সকালে থাকছে তিনটি ছোট নাটক- ‘পাখি’, ‘লুল্লু’ এবং ‘পারফেক্ট পারফেক্ট’। শেষ নাটকটি স্বাতীলেখা সেনগুপ্তের লেখা।

মাঝে আর একটা দিন। নান্দীকার তৈরি। শুক্রবার শুরু হচ্ছে নাট্য-উৎসব, যেখানে সাম্প্রতিক কিছু প্রযোজনায় নান্দীকার-এর সাম্প্রতিকের একটা সার্বিক ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আগ্রহ এখন দর্শকদের মধ্যেও।

উদয়শঙ্করের জন্মদিনে

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: শান্তিনিকেতন সৃজনী শিল্পগ্রামে অনুষ্ঠিত হল কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের জন্মদিন উপলক্ষে ‘উদয়শঙ্কর ডান্স ফেস্টিভ্যাল-আলমোরা’। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মমতাশঙ্কর, চন্দ্রোদয় ঘোষ, জোনাকি সরকার, প্রদীপ্ত নিয়োগী, পার্বতী গুপ্ত, অমিত অধিকারী প্রমুখ। মোট চব্বিশটি নাচের দল নৃত্য পরিবেশন করে। আয়োজনে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডান্স গ্রুপ ফেডারেশন, সহায়তায় ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টার।

সাতরঙা বাংলা গান

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: সাতরঙা আয়োজিত বাংলাগানের আসর ছিল বিড়লা অ্যাকাডেমি প্রেক্ষাগৃহে। এই আসরে ফুটে উঠল বিষয় ও সুরের বিবর্তনের ধারায় বাংলা গান। আধুনিক বাংলা গানের পরম্পরার নিরিখে তুলে ধরলেন আগের যুগ থেকে সুমনকাল অবধি সাতরঙা কথা, সুর তুলে ধরলেন ম্যাডোনা। তাঁর পরিবেশন সুন্দর। নিজের সুর ও কথায় শেষগান শোনালেন তিনি।

প্রবুদ্ধ রাহা পরিচিত বহুমাত্রিক সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান সতত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। প্রশ্নোত্তরে তিনি জানিয়ে দেন অনেক দরকারি কথা। প্রত্যয় রাহা ও জাগৃতি সেন প্রশংসার দাবি রাখেন। সঞ্চালনায় শ্যামলী আচার্য অনবদ্য।

উস্তাদ আমজাদ আলি খানকে জীবনকৃতি সম্মান

স্বরসম্রাট সঙ্গীত সম্মেলন এবার ১২ বছরে

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার অন্যতম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন স্বরসম্রাট সঙ্গীত সম্মেলন এবারে দ্বাদশ বর্ষে। দুইদিনের এই সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল নজরুল মঞ্চে। প্রবাদপ্রতিম সরোদশিল্পী উস্তাদ আলি আকবর খান স্মরণে এই সঙ্গীত সম্মেলন করে আসছেন ছাত্র তথা এই সময়ের অন্যতম সরোদশিল্পী পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। তাঁর কথায়, ‘আলি আকবর খান কী বিরাট মাপের শিল্পী, তা পরিমাপ করার ক্ষমতা আমার নেই! ওঁর নামে এই উৎসব, আমি চাইব রাগসঙ্গীতের অনুষ্ঠান আরও বেশি বেশি করে প্রচার পাক। স্বরসম্রাট সঙ্গীত সম্মেলন শুধুমাত্র দিকপাল শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করে না, নবীন প্রতিভাদের সব সময় সুযোগ দিয়ে এসেছে এই উৎসব। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, এই নবীন শিল্পীরাই একদিন দিকপাল হয়ে উঠবেন। এবারেও অনেক নবীন শিল্পী তাঁদের প্রতিভা মেলে ধরার সুযোগ পাবেন।’

উস্তাদ আমজাদ আলি খানকে সম্মান তুলে দেন সঙ্গীতাচার্য অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী ও পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার।

দ্বিতীয় দিনে এই বছরের স্বরসম্রাট জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হল কিংবদন্তি সরোদশিল্পী উস্তাদ আমজাদ আলি খানকে। তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন সঙ্গীতাচার্য অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত স্বপন চৌধুরি, পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। এরপর উস্তাদ আমজাদ আলি খানের সরোদের সুরমূর্ছনায় স্নাত হল পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। উস্তাদজির সরোদের সুরকে তবলার তালে আরও সুরময় করে তুললেন কিংবদন্তি তবলাশিল্পী পণ্ডিত স্বপন চৌধুরি। প্রথম দিনে পণ্ডিত সাজন মিশ্র-স্বর্ণেশ মিশ্র কণ্ঠসঙ্গীতে শোনালেন রাগ বাগেশ্রী। তাঁদের খেয়ালগানের সঙ্গে বেনারস ঘরানার অনন্য তবলাশিল্পী পণ্ডিত কুমার বোস-এর ঠেকা অনবদ্য করে তোলে রাগসঙ্গীতকে। একসময় কিংবদন্তি কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পী কিরানা ঘরানার পণ্ডিত ভীমসেন যোশির কণ্ঠসঙ্গীত আবিষ্ট করে রাখত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শ্রোতাদের। এই প্রথম তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের দুজনকে একসঙ্গে মঞ্চে পাওয়া গেল সঙ্গীত পরিবেশনে। পুত্র এবং নাতি পণ্ডিত শ্রীনিবাস যোশি এবং ভিরাজ যোশি গানপর্বের আগেই জানালেন পণ্ডিত ভীমসেন যোশি কলকাতাকে ‘সেকেন্ড হোম’ মনে করতেন। তাই কলকাতা তাঁদের কাছেও খুব স্পেশ্যাল। পিতাপুত্র যুগল কণ্ঠে শোনালেন রাগ মুলতানি। শ্রুতিমধুর নিবেদন। ভিরাজ যোশি তান সরগমে মনে করালেন ভীমসেন যোশিকে। সরোদশিল্পী পণ্ডিত দেবাশিস ভট্টাচার্য রাগ কাফি, পিলু বাজান। সেতারশিল্পী শুভেন্দ্র রাও শোনান রাগ মধুমন্তী এবং শেষে রাগ খামাজ। এবারে স্বরসম্রাট উৎসবে অন্যতম আকর্ষণ ছিল নবীন শিল্পীদের অনুষ্ঠান। নবীন প্রতিভাবান সরোদশিল্পী ইন্দ্রায়ুধ মজুমদারের তত্ত্বাবধানে পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণের শিষ্যরা সেতার এবং সরোদের যুগলবন্দি শোনান। অসাধারণ ছিল সেই বাজনা। দুই দিনের সঙ্গীত সম্মেলনে কণ্ঠযন্ত্র এবং নৃত্যে অংশ নিলেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। শীতের আমেজে রাগ সঙ্গীতের ওমে দুইদিন মজে রইল কলকাতা।

আলোকচিত্রে যুগলবন্দি

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: নকশি কাঁথা থেকে আলোকচিত্র, বাংলার নানান শিল্পকর্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনের নন্দন আর্ট গ্যালারি, শ্রীরঙ্গম, স্বাদ-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। ‘বেঙ্গল বিনালে’-র এই প্রদর্শনীতে প্রয়াত নিমাই ঘোষের তোলা অসাধারণ কিছু আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি আছে তাঁর পুত্র সাত্যকি ঘোষের তোলা ছবিও। পিতা-পুত্র দুজনেই এই বাংলার বিশিষ্ট আলোকচিত্রী। নিমাই ঘোষের তোলা সত্যজিৎ রায়ের বহু ছবি তো একইসঙ্গে শিল্পকর্ম ও ইতিহাসের যুগলবন্দি। পিতা-পুত্রের এই যুগলবন্দিতে অসাধারণ কিছু মুহূর্ত জীবন্ত হয়ে আছে আলোকচিত্রে, যা সবাইকেই মুগ্ধ করছে। প্রদর্শনী শুরু হয়েছে নভেম্বরের ২৯ তারিখে, চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ছবি: সাত্যকি ঘোষ

নৃত্য-প্রবাহ

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: জ্ঞানমঞ্চে ‘প্রবাহ’ নিবেদন করল এক মনোজ্ঞ নৃত্য-সন্ধ্যা। কত্থক-নৃত্যগুরু বিজয় শঙ্করজির ছয় ছাত্রী এই সন্ধ্যাকে প্রাণময় করে তুললেন তাঁদের নৃত্য-দক্ষতায়। এই ছয় শিল্পী হলেন পাপিয়া ভৌমিক, শ্রাবণী ব্যানার্জি, ইভা সেন, শর্মিষ্ঠা সাহা, সায়নী চাওড়া এবং রিনা পাইন। নৃত্যশিল্পী রিনা পাইন জানালেন, গুরু-শিষ্য পরম্পরার পথ ধরে তাঁরা নৃত্যপথে এগিয়ে যেতে চান। এটাই তাঁদের নৃত্য-প্রবাহ।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

IDFC FIRST Bank

(পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর সঙ্গে সংযুক্ত)

CIN: L65110TN2014PLC097792

রেজিস্টার্ড অফিস: কেআরএম টাওয়ারস, ফ্লোর নং ৮, হ্যারিংটন রোড, চেটপেট, চেন্নাই-৬০০০৩১

ফোন: +৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০ । ফ্যাক্স: +৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
স্বর্ণ নিলাম তথা আমন্ত্রণী বিজ্ঞপ্তি

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড থেকে স্বর্ণালঙ্কারের বিনিময়ে ঋণের সুবিধার বকেয়া অর্থাঙ্ক প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতার প্রতি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু ঋণগ্রহীতা সুবিধার অর্থাঙ্ক প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন, আমরা বন্ধকী স্বর্ণালঙ্কারগুলি **২৭.১২.২০২৪** তারিখে নিলাম করতে চলেছি। এই নিলাম থেকে কোনও উদ্বৃত্ত অর্থাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং নিলামের পর বকেয়া অর্থাঙ্ক, যথাযথ আইনি উপায়ে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে উদ্ধার করা হবে। আগাম অবগত না করে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত অর্থাঙ্ক তুলে নেওয়ার অধিকার আছে। পুনরায় আগাম কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়া নিলামের তারিখ পরিবর্তনের অধিকার আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের আছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	গ্রাহকের নাম	ব্রাঞ্চের নাম
১২৪৭৩২১৪৯	মহঃ সোহেল রিজভি	কলকাতা ভিআইপি রোড ব্রাঞ্চ
১৪০১৯৫৪৭৬	সৌরভ সাহা	হাবড়া এমবিএল
১৪৪৫৪১৩৮০	রিঙ্কু শীল	ডালহৌসি কলকাতা ব্রাঞ্চ
১৫৩৯০৯৭৬৯	প্রণব রায়	কলকাতা ভিআইপি রোড ব্রাঞ্চ

https://egold.auctiontiger.net এর মাধ্যমে অনলাইনে ২৭.১২.২০২৪ তারিখের দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকাল ৩:০০টার মধ্যে নিলাম সম্পন্ন হবে। এই প্রকাশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার প্রতি চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে এবং নিলামের নির্ধারিত তারিখের পূর্বে সমস্ত সুদ এবং চার্জ সহ অর্থাঙ্ক প্রদানের শেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যাতে ব্যর্থ হলে স্বর্ণালঙ্কারগুলি নিলাম করা হবে। খেয়াল করবেন, ওইদিন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে, একই নিয়ম এবং শর্তাবলীতে পরবর্তী সাতদিনের মধ্যে বন্ধকী স্বর্ণালঙ্কারগুলি ব্যাঙ্ক পুনরায় নিলাম করবে। যদি গ্রাহক প্রয়াত হন নিলামের সমস্ত শর্তাবলী আইনি উত্তরাধিকারীর প্রতি বর্তাবে।

তারিখ: ১৮.১২.২০২৪ স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI — Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বিবেকানন্দ রোড শাখা
৩৬/২ বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা- ৭০০০০৭
টেলি: ২২৬৯ ২৮০০/১৯২৪

বকেয়া লকার ভাড়া প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি

ক্রম নং	লকার মালিকের নাম	ঠিকানা	বকেয়া লকারভাড়া (₹)	প্রেরিত বিজ্ঞপ্তির বিশদ	বকেয়া যেদিন থেকে
১	হিরেন্দ্রনাথ পোদ্দার লকার নং ০০০১২০ ধরন-এ	বিডি- ২০৪, কমল পার্ক, কৃষ্ণপুর, রাজারহাট গোপালপুর- ৭০০১০১	₹৭০৮০.০০	১৮.০৩.২০২৩ ২০.০৫.২০২৩ ২৯.০৬.২০২৪ সর্বশেষ ১১.১১.২০২৪	০৭.০৫.২০২১
২.	রমা পাল লকার নং ০০০১১০ ধরন-এ	৩০, মদন চ্যাটার্জি লেন কলকাতা- ৭০০০০৭	₹৮,৮৫০.০০	১৭.০৩.২০২৩ ০২.০৮.২০২৩ ০৬.০৪.২০২৪ সর্বশেষ ২৯.০৬.২০২৪	২৩.০৭.২০২০
৩.	শোভাসনা কুণ্ডু লকার নং ০০০৪৯৭ ধরন-এ	১৬/১, গিরিশ পার্ক উত্তর কলকাতা- ৭০০০০৬	₹৭০৮০.০০	২৩.০৩.২০২৩ ১৮.০৫.২০২৩ ০১.০৭.২০২৪ সর্বশেষ ১১.১১.২০২৪	২৮.০১.২০২১
৪.	কাবেরি দে লকার নং ০০১০০৭ ধরন-এ	২৯/১বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০০৯	₹১০,৫২৬.০০	২২.০৩.২০২৩ ১৮.০৫.২০২৩ ০৬.০৪.২০২৪ সর্বশেষ ২৯.০৬.২০২৪	০৪.০৫.২০২১
৫.	সুলোচনা দেবী সরাফ লকার নং ০০২৯৮১ ধরন-এ	ব্রহ্ম অ্যাপার্টমেন্ট ৪৯/১, ডঃ অবনি দত্ত রোড ২য় ফ্লোর, দিলকাহানা, হাওড়া- ৬	₹৮৮৫০.০০	১৬.০৫.২০২৩ ০২.০৮.২০২৩ ২৭.১২.২০২৩ সর্বশেষ ০৬.০৪.২০২৪	১২.০৮.২০২০
৬.	কান্তা দুগার লকার ০০৩১৬১ ধরন-এ	গ্যাঞ্জেস গার্ডেন ফ্ল্যাট নং ই (১ম) বুক নং এ-৩, ১০৬ কিরণ চন্দ্র সিংহ রোড, শিবপুর, হাওড়া- ৭১১১০২	₹৮৮৫০.০০	১৬.০৫.২০২৩ ০২.০৮.২০২৩ ২৭.১২.২০২৪ সর্বশেষ ১১.১১.২০২৪	২৮.০৮.২০২০

উক্ত সকল লকারমালিকের **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বিবেকানন্দ রোড শাখায়** লকার রয়েছে। বকেয়া লকারভাড়া মেটাতে কয়েকবার যোগাযোগ করেছি, যার তারিখগুলি উপরোক্ত সারণির স্তম্ভ ৫-এ উল্লেখিত হয়েছে। তবে তা বিভিন্ন মনযোগ আকর্ষণী সত্ত্বেও প্রদত্ত হয়নি। উক্ত সকল লকারমালিককে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সারণির স্তম্ভ ৪-এ উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে। অন্যথায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের বিধি অনুযায়ী তাঁদের (লকার মালিকদের) ঝুঁকি ও দায়িত্ব, ব্যয় ও অন্যান্য খরচ সাপেক্ষে নিম্নোক্ত লকারগুলি ভেঙে খোলা হবে।

তারিখ: ১৮.১২.২০২৪
স্থান: বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

---

pnb Housing Finance Limited — Ghar Ki Baat

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কে জি মার্গ, নতুন দিল্লি-১১০০০১। ফোন: ০১১-২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪; ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com
ব্রাঞ্চের ঠিকানা: ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(১) অনুসারে ও সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি(গুলি) জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক উক্ত বিজ্ঞপ্তি(গুলি)র তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/দের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি/সমূহের দখল নিয়েছেন।
বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন নিম্নে বর্ণিত অর্থাঙ্ক ও তার ওপর ঋণচুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সুদ-সমেত পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান মোতাবেক প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ ও প্রকৃতি	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
HOU/ KOL/ 0616/ 292902 ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা	মিসেস সুধা সিং, মিঃ সুদীপ্ত মোদক	২৭.০৭.২১	₹ ১৫,১৩,৮৭৩.৬৪ ২৪.০৬.২০২১ অনুযায়ী বকেয়া	১৩.১২.২৪ (বাস্তবিক)	সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা ৩ ছটাক মাপের বাস্তু জমিতে নির্মিত বহুতল ভবনের প্রথম তলে (প্রাউন্ড ফ্লোর) দুটি বেডরুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস, একটি কিচেন, দুটি টয়লেট নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ৮৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট মার্বেলের মেঝে দেওয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পৃথক আবাসিক ফ্ল্যাট নং ‘জি-এ’-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা- দমদম ক্যান্টনমেন্ট, থানা- দমদম, এলওপি নং ২২৭ ও ২২৮, আর এস প্লট নং ২০৩৩ (অংশ), এল আর দাগ নং ২০৩৩, এল আর খতিয়ান নং ৭৭৩ ও ৭৭৪, জে এল নং ১৩, দমদম পুরসভার এলাকাধীন, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৮/২২৭, অরবিন্দ সরণি, কালীধাম কলোনি, কলকাতা- ৭০০০২৮, ওয়ার্ড নং ১৪, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, তৎসহ ফ্ল্যাট সম্পর্কিত যাবতীয় এজমালি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অধিকার। **সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর**- অন্যের জমি এবং এলওপি নং ২২৮ ও ২২৯-এর অংশ; **দক্ষিণ**- এলওপি নং ২২৫ ও ২২৬; **পূর্ব**- এলওপি নং ২২৯ ও ২১০; **পশ্চিম**- পুরসভার ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা।

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ১৭.১২.২০২৪ — অনুমোদিত আধিকারিক, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

GRIHUM HOUSING FINANCE

গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
(আগে পরিচিত ছিল পুনাওয়ালা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড নামে)
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭ম তল, বি বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুয়েনো বিজনেস পার্ক, লোহেগাঁও, পুণে-৪১১০১৪

দাবি বিজ্ঞপ্তি
সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে

আপনারা, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ আপনাদের স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) বন্ধক রাখার বিনিময়ে গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (আগে পরিচিত ছিল পুনাওয়ালা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড নামে, ১৭ নভেম্বর, ২০২৩ থেকে বলবৎক্রমে পুনাওয়ালা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড-এর নাম বদলিয়ে গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড হয়েছে) [তারও আগে নাম ছিল ম্যাগমা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড এবং প্রকৃতপক্ষে জিই মানি হাউজিং ফিনান্স পাবলিক আনলিমিটেড কোম্পানি নামে গঠিত হয়েছিল] (এখানে এর পরে ‘সুরক্ষিত ঋণদাতা’ হিসেবে উল্লিখিত)-এর থেকে সম্পত্তি সুবিধা(সমূহ)-এর বিনিময়ে গৃহঋণ/ ঋণের সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন। বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে আপনাদের ঋণ(গুলি) অনুৎপাদক পরিসম্পদ (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত অনাদায়ী বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হলেও তা অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে। সেই কারণে আপনাদের প্রতি উক্ত বিজ্ঞপ্তি পরিষেবার বিকল্প উপায় হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩(১)-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে উক্ত বিজ্ঞপ্তির বিষয়সমূহ এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতাগণ, সহ-ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ, সিওরটিগণ, অনাদায়ী বকেয়া, ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের তারিখ এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক এখানে নীচে উল্লেখ করা হল:

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা, জামিনদার-এর নাম ও ঠিকানা এবং ঋণের অর্থাঙ্ক	জামিন সম্পদের বিবরণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / বকেয়া অর্থাঙ্ক (₹)
১	**রাজকুমার যাদব, মুন্না যাদব, রীতা যাদব ঋণের অর্থাঙ্ক: ₹১৮০০০০০.০০ লোন নং: HF0264H19100097**	চৌধুরী টাওয়ার-এ ফ্ল্যাট নং ২০৩-এর সমগ্র অংশ, মাপ ৮৫৫ বর্গফুট (সুপারবিল্ট), ৩য় তল, ব্লক বি, জমি ৫ কাঠা ৮ ছটাক ৪৩ বর্গফুট, আর এস দাগ নং ১০৭, এল আর দাগ নং ১১৫, আর এস খতিয়ান নং ১৫, এল আর খতিয়ান নং ৬৯১, জে এল নং ৪০, মৌজা থানামাকুয়া, থানা সাঁকরাইল, জেলা হাওড়া, ওয়ার্ড নং ৪৫, হাওড়া পুরসভা। **প্লটের চৌহদ্দি: পূর্ব**- প্যাসেজ ও ব্লক এ; **পশ্চিম**- ১২ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ; **উত্তর**- ফ্ল্যাট; **দক্ষিণ**- আন্দুল রোড হেম।	০৯.১২.২০২৪ / **₹১৯,০৫,৪৯১/-** (উনিশ লক্ষ পাঁচ হাজার চারশো একানব্বই টাকা মাত্র), তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৫.৫% হারে সুদ
২	**মেকাইল মোল্লা, পাপিয়া খাতুন ঋণের অর্থাঙ্ক: ₹৭০০০০০/- লোন নং: HF0011H20100532**	১১ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- সন্ডালিয়া, জে এল নং ১৪২, এল আর খতিয়ান নং ২৭, হাল এল আর খতিয়ান নং ১৭০৫, এল আর দাগ নং ৮৫৫, ৮৫৭, ৮৫৮, থানা ভাঙ্গর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যা বিক্রয় দলিলে বিশদে বর্ণিত। **প্লটের চৌহদ্দি: পূর্ব**- আবু মহম্মদ শেখ; **পশ্চিম**- হাসেম মোল্লা; **উত্তর**- নবাব মোল্লা; **দক্ষিণ**- এহসান মোল্লা।	০৯.১২.২০২৪ / **₹৭,৬৬,২০৮/-** (সাত লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশো আট টাকা মাত্র), তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৭.৫% হারে সুদ
৩	**সাদ্দাম হোসেন শেখ, শাহনাজ শেখ ঋণের অর্থাঙ্ক: ₹১৪০০০০০ লোন নং: HF0011H21100089**	০৭ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- গারদোআনি, আর এস ও এল আর দাগ নং ২৬০৭, এল আর খতিয়ান নং ৩৯৭০, ৩৪১৮, জে এল নং ৯১, তৌজি নং ১৫৩৫, থানা-পূর্বতন জয়নগর, হাল বকুলতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, গারদোআনি গ্রাম পঞ্চায়েত, যা বিক্রয় দলিলে বিশদে বর্ণিত। **প্লটের চৌহদ্দি: পূর্ব**-নূর আলম শেখের পুকুর; **পশ্চিম**- রিজিয়া শেখ @ বিবির বাকি জমি; **উত্তর**- মৃত নূর শেখের ও নূর আলম শেখের জমি; **দক্ষিণ**- মোজাম্মেল শেখের জমি।	০৯.১২.২০২৪ / **₹১৫,৪৫,৫৩২/-** (পনেরো লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো বত্রিশ টাকা মাত্র), তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৭.৫% হারে সুদ
৪	**সালাউদ্দিন মোল্লা, তাজমিরা বেগম ঋণের অর্থাঙ্ক: ₹১২০০০০০/- লোন নং: HF0011H21100176**	জমির সমগ্র মাপ প্রায় ৫ শতক, অংশত আর এস এবং এল আর দাগ নং ২২৯, আর এস খতিয়ান নং ১৪৮, ৩৩, ১১, ১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১৪৭, ১৮০, ২৯২, ৩৫, ১০৬ এবং ২৯৫, এল আর খতিয়ান নং ১৭৫ (ইআর), ১.১ নং ৬০, মৌজা হালদহ, থানা হাড়োয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, খাসবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। **প্লটের চৌহদ্দি: উত্তর**- মান্নান মোল্লা; **দক্ষিণ**- সিরাজ মোল্লা এবং পঞ্চায়েতের ইটের রাস্তা; **পূর্ব**- সানু মোল্লা; **পশ্চিম**- হিস্তরি মোল্লার এলাকা।	০৯.১২.২০২৪ / **₹১৩,১০,৪৫১/-** (তেরো লক্ষ দশ হাজার চারশো একান্ন টাকা মাত্র), তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৭% হারে সুদ
৫	**রামপ্রবেশ রায়, রামপ্রসাদ রায়, মনোহর রায়, হুলাস রায় ঋণের অর্থাঙ্ক: ₹৭৯৭৭৮৫/- লোন নং: HL0177H14100077**	স্থাবর সম্পত্তির সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। আই.ই. জমির মৌজা-শাহদুলপুর ছকমুরিদ, থানা বিদুপুর, থানা নং ৩৭৫, সার্কল নং ৬, খাতা নং ৭, খেসরা নং ৩৬৯, এরিয়া-১ কাঠা ১৪ ধুর, জেলা হাজিপুর, বৈশালী। **(চৌহদ্দি: ৪ ধুর জমির জন্য) উত্তর**- নন্দকিশোর প্রসাদ সিং এবং অন্যান্য ; **দক্ষিণ**- খেসরা সার্ভে প্লট নং ৩৭০; **পূর্ব**- রামদেও রাই এবং অন্যান্য; **পশ্চিম**- ক্রেতার নিজস্ব। **(চৌহদ্দি: ১ কাঠা জমির জন্য)** উত্তরে: ক্রেতার নিজস্ব।	০৯.১২.২০২৪ / **₹৫,৫৩,৮৭২/-** (পাঁচ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশো বাহাত্তর টাকা মাত্র), তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৮% হারে সুদ
৬	**লক্ষ্মী ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ ঋণের অর্থাঙ্ক: ₹২০৯২০১৬/- লোন নং: HM0015H17100121**	জমির সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, মাপ ২ কাঠা, রেকর্ডভুক্ত আর এস খতিয়ান নং ৬১/৪, ৬১/৩ এবং ৫০, প্লট নং ৫৩৭, ৫৩০ এবং ৫৩২, মৌজা মণ্ডলগুড়ি, জে এল নং ১০৭ (৮৫), পরগনা পাথরঘাটা, থানা প্রধাননগর, শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীন ওয়ার্ড নং ৪৬, জেলা দার্জিলিং, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। **প্লটের চৌহদ্দি: উত্তর**- মুন্না ঝা-এর জমি; **দক্ষিণ**- প্রদীপ বর্মনের জমি; **পূর্ব**- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; **পশ্চিম**- অসীম কুমার রায়ের জমি।	০৯.১২.২০২৪ / **₹২১,১৩,৯২১/-** (একুশ লক্ষ তেরো হাজার নশো একুশ টাকা মাত্র), তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৪.৮% হারে সুদ

আপনারা, উপরিলিখিত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণের প্রতি এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওপরে উল্লেখমতো পরবর্তী সুদ সমেত দাবিকৃত পুরো অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, যেমনটা করতে আপনারা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সুরক্ষিত পরিসম্পদ(গুলি) দখলে নেওয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্টের অধীনে পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হবেন। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১৩) ধারাধীনে আপনারা, এই সময়ের মধ্যে, আমাদের লিখিত অনুমতি ছাড়া উপরিলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্প(গুলি) বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকবেন।

স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ: ১৮.১২.২০২৪
স্বাঃ- অনুমোদিত আধিকারিক, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (আগে পরিচিত ছিল পুনাওয়ালা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড নামে)

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট-৩৬২২৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস: রুম নং ৪০১, ফ্লোর নং ৪, ক্যামাক স্কোয়্যার, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬

[পরিশিষ্ট-IV]
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা: **(১) মেসার্স বংশীধর আগরওয়ালা অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) {ইউনিট: বুলবুলিতলা}, এর ডিরেক্টরগণের মাধ্যমে; (২) মেসার্স বিদূষী অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), এর ডিরেক্টরগণের মাধ্যমে; (৩) মেসার্স বংশী অটোমোটিভ টায়ারস প্রাঃ লিঃ (সহ-ঋণগ্রহীতা), এর ডিরেক্টরগণের মাধ্যমে; (৪) প্রশান্ত আগরওয়ালা, পিতা- রাজেন্দ্র প্রসাদ আগরওয়ালা (জামিনদার); (৫) ললিতা দেবী আগরওয়ালা, স্বামী- মোহন লাল আগরওয়ালা (জামিনদার); (৬) একতা আগরওয়ালা, স্বামী- মোহিত আগরওয়াল (জামিনদার এবং মৃত জামিনদার প্রয়াত মোহিত আগরওয়ালার আইনি উত্তরাধিকারিণী); (৭) রাজেন্দ্র আগরওয়ালা, পিতা- হাজারি লাল আগরওয়ালা (জামিনদার); (৮) মোহন লাল আগরওয়ালা, পিতা- বংশীধর আগরওয়ালা (জামিনদার); (৯) উৎকর্ষ আগরওয়ালা, পিতা- প্রয়াত মোহিত আগরওয়ালা (মৃত জামিনদার প্রয়াত মোহিত আগরওয়ালার আইনি উত্তরাধিকারী); (১০) বিদূষী আগরওয়াল (মৃত জামিনদার প্রয়াত মোহিত আগরওয়ালার আইনি উত্তরাধিকারিণী), প্রাকৃতিক অভিভাবক একতা আগরওয়ালা ওরফে একতা দেবী আগরওয়ালার মাধ্যমে-এর প্রতি ১৮.০৫.২০২৪** তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **১৬.০৫.২০২৪** অনুযায়ী **₹১৩,৪০,৫৯,৫১৭.৮৭/- (তেরো কোটি চল্লিশ লক্ষ উনষাট হাজার পাঁচশো সতেরো টাকা এবং সাতাশি পয়সা মাত্র) উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ (ষাট)** দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ, সহ-ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ, সহ-ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪** তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির বাস্তবিক দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ, সহ-ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **১৬.০৫.২০২৪** অনুযায়ী **₹১৩,৪০,৫৯,৫১৭.৮৭/- (তেরো কোটি চল্লিশ লক্ষ উনষাট হাজার পাঁচশো সতেরো টাকা এবং সাতাশি পয়সা মাত্র)** এবং এর ওপর সুদ সমেত আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলি অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং ১— দফা নং **(১):**
সামান্য কমবেশি ২ বিঘা ১৩ কাঠা ১৩ ছটাক ৩৭ বর্গফুট মাপের যে জমি বা এর অংশ বিশেষের ওপর আলোচ্য প্রেমিসেসটি নির্মিত, তার অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত **‘ডায়মণ্ড প্রেস্টিজ’** নামক ও প্রেমিসেস নং ৪১এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, কলকাতা ঠিকানাস্থিত বিদ্যমান বহুতল বিল্ডিংয়ের ষষ্ঠ তলে (৫ নং ফ্লোরে) সামান্য কমবেশি ৬৩৮ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৮৫১ বর্গফুট) বিশিষ্ট অফিস নং ‘৫০৩-এ’-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৪১এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড (আগে পরিচিত ছিল লোয়ার সার্কুলার রোড নামে), থানা- পার্ক স্ট্রিট, হোল্ডিং নং ১, ব্লক নং IV, কলকাতা টাউনের সাউথ ডিভিশন, পিন-৭০০০১৭, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৬১ নং ওয়ার্ড। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত:
উত্তর- কলকাতা পুরনিগমের ভরাট করা নিকাশি নালা, তার পরে লোয়ার সার্কুলার রোড ব্যাপটিস্ট চ্যাপেল যার ঠিকানা প্রেমিসেস নং ৪২ ও ৪৩, এ জে সি বোস রোড;
পূর্ব- এ জে সি বোস রোড;
দক্ষিণ- অংশত এলিয়ট রোড এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৯৫এ, এলিয়ট রোড;
পশ্চিম- অংশত প্রেমিসেস নং ৯৫এ, এলিয়ট রোড এবং অংশত উক্ত ভরাট করা নিকাশি নালা;
যেটি দলিল সংলগ্ন প্ল্যানে ‘লাল’ দাগ দিয়ে চিহ্নিত বা বর্তমানে অন্য কোনওভাবে রয়েছে, চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত, চিহ্নিত, পরিচিত, নম্বরযুক্ত, বর্ণিত এবং/বা পৃথকীকৃত।
উক্ত প্রেমিসেসস্থিত বিল্ডিংয়ের ৪ নং ফ্লোরের ৮০০০ বর্গফুট এরিয়া ব্যতিরেকে।
[উক্ত বন্ধকদাতার অনুকূলে ডায়মণ্ড নির্মাণ এন্টারপ্রাইজেস ও অন্যান্যদের দ্বারা স্বাক্ষরিত ২৮.১২.২০১৫ তারিখের ইনডেঞ্চার দলিল অনুসারে এবং অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিওরেন্সেস-II, কলকাতা সমীপে রেজিস্টার্ড ২০১৫ সালের দলিল নং I-১১৩৩৪ অনুসারে এই **সম্পত্তি নং ১: দফা নং (১)**-এর মালিকানা মেসার্স বিদূষী অ্যাগ্রো প্রাঃ লিঃ-এর নামে (সহ-ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা)]

দফা নং ২:
সামান্য কমবেশি ২ বিঘা ১৩ কাঠা ১৩ ছটাক ৩৭ বর্গফুট মাপের যে জমি বা এর অংশ বিশেষের ওপর আলোচ্য প্রেমিসেসটি নির্মিত, তার অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত ‘ডায়মণ্ড প্রেস্টিজ’ নামক ও প্রেমিসেস নং ৪১এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, কলকাতা ঠিকানাস্থিত বিদ্যমান বহুতল বিল্ডিংয়ের ৫ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৫০৮ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৬৭৭ বর্গফুট) বিশিষ্ট অফিস নং ‘৫০৩’-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৪১এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড (আগে পরিচিত ছিল লোয়ার সার্কুলার রোড নামে), থানা- পার্ক স্ট্রিট, হোল্ডিং নং ১, ব্লক নং IV, কলকাতা টাউনের সাউথ ডিভিশন, পিন-৭০০০১৭, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৬১ নং ওয়ার্ড। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত:
উত্তর- কলকাতা পুরনিগমের ভরাট করা নিকাশি নালা, তার পরে লোয়ার সার্কুলার রোড ব্যাপটিস্ট চ্যাপেল যার ঠিকানা প্রেমিসেস নং ৪২ ও ৪৩, এ জে সি বোস রোড;
পূর্ব- এ জে সি বোস রোড;
দক্ষিণ- অংশত এলিয়ট রোড এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৯৫এ, এলিয়ট রোড;
পশ্চিম- অংশত প্রেমিসেস নং ৯৫এ, এলিয়ট রোড এবং অংশত উক্ত ভরাট করা নিকাশি নালা;
যেটি দলিল সংলগ্ন প্ল্যানে ‘লাল’ দাগ দিয়ে চিহ্নিত বা বর্তমানে অন্য কোনওভাবে রয়েছে, চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত, চিহ্নিত, পরিচিত, নম্বরযুক্ত, বর্ণিত এবং/বা পৃথকীকৃত।
উক্ত প্রেমিসেসস্থিত বিল্ডিংয়ের ৪ নং ফ্লোরের ৮০০০ বর্গফুট এরিয়া ব্যতিরেকে।
[উক্ত বন্ধকদাতার অনুকূলে ডায়মণ্ড নির্মাণ এন্টারপ্রাইজেস ও অন্যান্যদের দ্বারা স্বাক্ষরিত ২৮.১২.২০১৫ তারিখের ইনডেঞ্চার দলিল অনুসারে এবং অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিওরেন্সেস-II, কলকাতা সমীপে রেজিস্টার্ড ২০১৫ সালের দলিল নং I-১১৩৩৩ অনুসারে এই দফা নং (২)-এর মালিকানা মেসার্স বিদূষী অ্যাগ্রো প্রাঃ লিঃ-এর নামে (সহ-ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা)]

তারিখ: ১৩.১২.২০২৪
স্থান: কলকাতা
স্বাঃ- অনুমোদিত আধিকারিক (আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড)